চুয়াডাঙ্গায় করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আরো তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৮১ জনে।

শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. এস এস এম ফাতেহ আকরাম মেহেরপুর প্রতিদিন কে বিষয়টি নিশ্চিত করেন এ সময় তিনি বলেন, গত ১৩ জুন চুয়াডাঙ্গা জীবননগর উপজেলার বাঁকা গ্রামের মৃত এলাহী মণ্ডলের ছেলে শুকুর আলী(৭০) জ্বর ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ইয়োলো জোনে ভর্তি হন ঐদিন সংগৃহীত নমুনার পরদিন তার করোনা শনাক্ত হয় ১৬তারিখে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

শনিবার সাড়ে বারোটার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে গত ১২ জুন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার মল্লিকপাড়া মৃত আনিসুর রহমানের স্ত্রী সালেহা বেগম ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্ট জনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ইয়োলো জোনে ভর্তি হন তিনি।১৪ জুন সংগৃহীত নমুনায় ১৬ জুন তার করোনা শনাক্ত হয়। শনাক্তের পর সালেহা বেগমকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। শনিবার দুপুর সোয়া একটার টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমানের মা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বৃষ্ণপুর গ্রামের গ্রামের মৃত সৈয়দ শেখের ছেলে আক্কাস আলী গত ১৪ জুন জ্বর, ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্টজনিতসহ সমস্যা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ইয়োলো জোনে ভর্তি হয় আক্কাস আলী। ওই দিন সংগৃহীত নমুনায় ১৬ জুন তার করোনা শনাক্ত হয়। শনাক্তের পর আক্কাস আলীকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। শনিবার (১৯ জুন) বিকেল সোয়া ৪ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. এসএসএম ফাতেহ আকরাম নিশ্চিত করেছেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবগুলো মরদেহ দাফন সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সরকারি তথ্য

অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে আরও রেকর্ড সংখ্যক ৭৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

করোনা সংক্রমণের একদিনের সর্বোচ্চ রেকর্ড এটি। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজার ৫২৩ জনে দাঁড়াল। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৭ জন।

জেলায় মোট সুস্থ হলেন ১ হাজার ৯৩৮ জন। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮১ জনে দাঁড়াল। এ পর্যন্ত জেলায় মৃত্যু হয়েছে ৭০ জনের ও জেলার বাইরে ১০ জনের। এ

দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা প্রকোপ ভয়াবহ বৃদ্ধির কারণে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শনিবার বিকেল সাড়ে চার ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়ন কে সাত দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

দামুড়হুদা উপজেলায় কঠোর লকডাউনের ৫ম দিন! নজরকাড়া ভূমিকা ছিলো প্রশাসনের

দামুড়হুদা উপজেলা জুড়ে লকডাউনের শনিবার ছিলো ৫ম দিন। প্রশাসনের ভূমিকা ছিলো অন্যান্য দিনের মতোই নজরকারা। রাস্তায় রাস্তায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর উপস্থিতি ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে অর্থদন্ড আদায় ও বিভিন্ন রাস্তার প্রবেশদ্বার গুলো ছিলো বড় বড় গাছের গুড়ি ও বাঁশ বেঁধে ব্যারিকেড দেয়া।

শনিবার লকডাউনের ৫ম দিনেও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছিলো আষাঢ়ের রিমঝিম বৃষ্টি, বৈরী আবহাওয়া। তবে মানুষের রাস্তায় চলাচলে ছিলো অন্যান্য দিনের থেকে অনেক বেশী সচেতনতা। লকডাউন বাস্তবায়নে সাধারন মানুষের মাঝেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কাঁচা বাজারে চলাচল করতে দেখা গিয়েছে।

গতকাল চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন নজরুল ইসলাম সরকার একটি গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপজেলা প্রশাসনকে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলোঃ সকল প্রকার গণপরিবহ, রিক্সা, ভ্যান, সিএজি, ইজিবাইক, বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেল চলাচল সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র জরুরী পরিবহন যেমনঃ ঔষধ, কাঁচামাল, কৃষিপণ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরন্জাম সংগ্রহকারী পরিবহন চলবে, সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং সেবা আওতামুক্ত থাকবে। সকল পানের হাট ও গরুর হাট সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। হোটেল, রেস্তোরা সন্ধা ৭-৩০ পর্যন্ত খাদ্য বিক্রয় ও সরবরাহ করতে পারবে। চায়ের দোকান সহ সমস্ত শপিংমল সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। দূরপাল্লার সকল বাস চুয়াডাঙ্গা টার্মিনাল থেকে যাত্রী ওঠাবে এবং নামাবে। সকল প্রকার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক, রাজনৈতিক, পর্যটন, বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে। এ আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

অপরদিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান লকডাউন বাস্তবায়নে গতকালও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা মনিটরিং করেছেন। কখনো গাড়ীতে চড়ে আবার কখনো পায়ে হেঁটে মানুষের মাঝে সচেতনতার বার্তা পৌঁছেদেন। এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান সহ ৪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে কয়েক জনকে অর্থদন্ডও প্রদান করেন। এদিকে গতকালও সীমান্তে বিজিবির ভূমিকা ছিলো কঠোর।

অন্যদিকে গতকাল দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেক ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুর রহমানের নির্দেশে পুলিশ কঠোর ভূমিকা পালন করেন। আনসার বাহিনীর সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশের ভূমিকাও ছিলো প্রশংসনীয়।

মেহেরপুরে ১৯ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর

উপজেলায় ১০ জন, গাংনীতে ৪ জন এবং মুজিবনগরে ৪ জন ও কুষ্টিয়ার আমলা এলাকার ১ জন। গতকাল শনিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ২৫৮ জন। তার মধ্যে সদরে ৭২ জন, গাংনীতে ১০৯ জন এবং মুজিবনগরে ৭৬ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৩৩ জন। সদর-১৩, গাংনী-১৩ এবং মুজিবনগর- ৭ জন। এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

কুষ্টিয়ায় একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৮ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা সবাই করোনা পজিটিভ ছিলেন। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত একজন মারা যান।

গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে ১১২ রোগী শনাক্ত হয়েছে। একদিনে পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার প্রায় ৩২ শতাংশ।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার বলেন, শুক্রবার রাতে ৭ জন মারা গেছে। আর শনিবার সকালে মারা যান একজন। এটিই এ হাসপাতাল তথা জেলায় একদিনে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু।

এদিকে, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ১০০ শয্যার বিপরীতে বর্তমানে ১১৩ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। ওয়ার্ডে নতুন করে আর কোনো রোগী ভর্তির সুযোগ নেই। এ পরিস্থিতিতে হাসপাতাল থেকে ৩০ জন সাধারণ রোগীকে পাশের মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিস হাসপাতালে স্থানাস্তর করেছে কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতালে দেখা দিয়েছে অক্সিজেন সংকট। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো থেকে যেসব রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া

জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে, সেসব রোগীর প্রত্যেকেরই অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি গত ১১ জুন মধ্যরাত থেকে অধিক সংক্রমিত কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় ৭ দিনের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। তবে এই বিধিনিষেধ অনেকটা কাগজেকলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঠ পর্যায়ে তা খুব একটা কার্যকর হতে দেখা যায়নি।

শুক্রবার ওই বিধিনিষেধের মেয়াদ শেষ হলে নতুন করে আরও ৭ দিনের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে করোনা প্রতিরোধ কমিটি। তবে শনিবার সকাল থেকে এই বিধিনিষেধ কার্যকর করতে প্রশাসনের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।

ঈদের পর থেকে কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমণের মাত্রা কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না, ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শুক্রবারও আক্রান্তের সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়েছে।

শুক্রবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পিসিআর ল্যাবে মোট ৩৬৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ১১২টি নমুনা পজিটিভ আসে। পরীক্ষার বিপরীতে আক্রান্তের হার প্রায় ৩২ শতাংশ। নতুন শনাক্ত হওয়ার রোগীর মধ্যে সদর উপজেলার সর্বোচ্চ ৭৫ জন, কুমারখালী উপজেলার ১৬ জন, মিরপুর উপজেলার ৪ জন, দৌলতপুরের ৫ জন, খোকসা উপজেলার ৪ জন ও ভেড়ামারা উপজেলার ৮ জন।

এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬১৭৫ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪ হাজার ৯৬৯ জন। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১৪৮ জন।

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরো ১৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে মোট করোনাভাইরাসে

আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ২৪৮ জনে। গতকাল শুক্রবার রাতে সিভিল সার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সিভিল সার্জন জানান, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাব থেকে আরও ৭০ জনের রিপোর্ট আসে এর মধ্যে ১৪ জনের পজিটিভ রিপোর্ট। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪৮ জন। এদের মধ্যে সদর উপজেলার ৭০ জন, গাংনী উপজেলার ১০৬ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ৭২ জন রয়েছে। জেলায় সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৯৭৭ জন এবং মুত্যুবরণ করেছেন সংখ্যা ৩১ জন। সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

ঝিনাইদহে করোনা আক্রান্ত মৃত নারীর দাফন সম্পন্ন

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডুতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোছাঃ জাহানারা বেগম (৭০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত হবিবার রহমান বিশ্বাসের স্ত্রী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান জানান, জাহানারা বেগম করোনা উপসর্গে অসুস্থ হওয়ার পর হরিনাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। গত বৃহস্পতিবার তার করোনা রিপোর্ট পজেটিভ আসে। পরে চিকিৎসক তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করলেও তিনি নিজ বাড়িতে চলে আসেন।

শুক্রবার দিবাগত রাতে তার মৃত্যু হয়। পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠিত (ইফা) কমিটি তার জানাযা শেষে নিজ গ্রামের গোরস্থানে দাফন করে। এ নিয়ে মোট ৮০ জন করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করলো ইফা গঠিত কমিটি।

ঝিনাইদহের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য বিভাগ! মাস্ক ও স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই

ঝিনাইদহে উদ্বেগজনক হারে করোনা সংক্রমন বাড়তে থাকায় মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হলেও স্বাস্থ্য সচেতনাতা নেই। রাস্তাঘাট, ব্যাংক ও অফিসে কেও স্বাস্থ্যবিধি মানছে না। পথচারীদের মাস্ক উধাও। থাকলেও থুতনির কাছে ঝুলছে।

ঝিনাইদহ শহরে অধিকাংশ মানুষ মাস্কবিহীন চলাচল করছে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ঝিনাইদহে নতুন করে ৫৪ জন আক্রান্ত হয়েছে। হরিণাকুন্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে জাহানারা খাতুন (৭০) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের হাবিবুর রহমানের স্ত্রী। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিস্থিতি হয়তো এখানেই স্থির থাকবেনা। সংক্রমণ যে গতিতে বাড়ছে তাতে ঝিনাইদহ নিরাপদ থাকবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

সীমান্তের জেলা হওয়ায় ঝিনাইদহ ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টের পরবর্তী হটস্পট হতে পারে এমন শংকা বাড়ছে। এদিকে আজ শনিবার থেকে জেলা প্রশাসনের বিধি নিষেধ কার্যকর হচ্ছে। বিকাল ৫টার পর সব দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। শহরে ইজিবাইক, নছিমন, করিমন ও ভটভটি চলাচলে থাকছে বিধি নিষেধ। পুলিশ ও জেলা প্রশাসন নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠে নামছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, এ জেলার সাথে ভারতের ৭০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে।

অনেকেই দালালদের সহায়তায় সীমান্ত রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশে ফিরছেন। শুক্রবারও মিনতি পাল নামে এক নারীকে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার সময় আটক করেছে বিজিবি। এই নিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত ৯২৯ জনকে আটক করলো বিজিবি। অবৈধ পথে সীমান্ত পথে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান জানান, এ পর্যন্ত ভারত থেকে বৈধ ও অবৈধভাবে আসা ৩শ ৭৯ জনকে স্থানীয় এইড কমপ্লেক্স, পিটিআই ও আজাদ রেস্ট হাউজের কোয়ারেন্টাইন রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩শ ২২জন ছাড়পত্র পেয়েছেন। এদের মধ্যে মহেশপুর সীমান্ত থেকে বিজিবির হাতে আটক ৮০ জন এবং যশোর ও চুয়াডাঙ্গা দিয়ে বৈধভাবে আসে ২ শত ৮৯ জন ছিল।

এদের পরীক্ষার পর ১৬ জনের শরীরে করোনা পজেটিভ আসে। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর ১২জনের নেগেটিভ হয়েছে। ৪ জন সদর হাসাপাতালে ভর্তি আছে। বর্তমানে সদরের এইড কমপ্লেক্সে ২৮ জন এবং বিজিবির হাতে আটক ১৬ জনকে মহেশপুর উপজেলার মহিলা কলেজে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

করোনা সংক্রমক বেড়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে মহেশপুর উপজেলার ১টি গ্রাম লকডাউনসহ ৬টি ইউনিয়নে চলাচলে বিধিনিষেদ জারী করা হয়েছে । তাছাড়া মানুষকে সচেতন করতে প্রতিনিয়ত জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। করোনা সংক্রমনের বিষয়ে সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, ঝিনাইদহ কোভিড হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই আছে। লিকুইড অক্সিজেনও রয়েছে। করোনা মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত রয়েছি। তবে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত কোন আইসিইউ নেই বলে তিনি জানান।

হরিণাকুণ্ডুতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু

করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে জাহানারা খাতুন (৭০) নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃত জাহানারা খাতুন উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত হবিবুর রহমানের স্ত্রী। তিনি গত ১৭জুন সর্দি কাশি,জ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ করোনা ভাইরাসের উপসর্গ

নিয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌ের ভর্তি হন। কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার ডাঃ শামিমা সুলতানা তাকে সন্দেহ জনক ভাবে করোনা পরীক্ষার জন্য পরামর্শ দেন। পরামর্শের পরে তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হলে করোনা পজিটিভ রেজাল্ট আসে। এরপরে তাকে একই দিনে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে তাকে রেফার করা হলে পরিবারে লোকজন তাকে বাড়ি নিয়ে গেলে রাতে তার মৃত্যু হয়।

শুক্রবার সকাল ১১ টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তার জানাজা শেষে পারিবারিক কবর স্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা করোনা আক্রান্ত হয়ে জাহানারা খাতুন নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে বলে তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ গত কয়েক দিন যাবৎ হরিনাকুণ্ডুতে আশংকাজনক হারে করোনা সংক্রমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার ২৪ ঘন্টায় উপজেলায় করোনা পজেটিভের সংখ্যা ৭ জন এবং এপর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২০১জন। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২জন তবে বেশ কয়েক জন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরন করেছেন। উপজেলায় করোনা সংক্রমন রোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে দোকান-পাঠ খোলা ও জন সাধারণের চলাচলে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত আরও এক রোগীর মৃত্যু

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিচার আলী বয়স (৭০) নামের আরও এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা ওয়ার্ডে তার মৃত্যু হয়। বিচার আলী গাংনী উপজেলার হুগোলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: মকলেছুর রহমান পলাশ।

তিনি জানান, তিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাফন সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

জেলায় আজ পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দামুড়হুদায় ৫ জন করোনা আক্রান্ত, মৃত্যু ২৪ জনের

দামুড়হুদা উপজেলা করোনাভাইরাসের মহামারী রূপ বদলে একের পর এক আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দামুড়হুদা উপজেলাসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা জুড়ে। গতকাল বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা উপজেলায় ৫ আক্রান্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সক্রমণের হার একটু কম থাকলেও মহামারী এই করোনাভাইরাস ভাবিয়ে তুলেছে মানুষকে। ইতি মধ্যে করোনাভাইরাসের মহামারী ঠেকাতে দামুড়হুদা উপজেলাকে ১৪ দিনের লকডাউন ঘোষনা করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার লকডাউনের ৪র্থ দিন। গত ৩ দিন পর্যন্ত লকডাউন বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন।

দামুড়হুদা উপজেলায় পর্যন্ত মোট করোনাই আক্রান্ত ৫৭৮ জন, মোট মৃত্যু ২৪ জন। এদিকে গতকাল আক্রান্তের সংখ্যা কম হওয়ায় এবং কোন মৃত্যুর ঘটনা না ঘটায় লকডাউন এলাকার বিভিন্ন গ্রাম গন্জের মানুষের মাঝে কিছুটা আশার আলো জাগিয়েছে। এলাকার সাধারন মানুষলকডাউনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কিছু দিন কষ্ট হলেও সকলেই চায় এই মহামারীর হাত থেকে নিজেকে, নিজের পরিবারকে ও সমাজকে বাঁচাতে।